□□□□□□-□□□□□ □□'□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□

[□□□□□ – Bengali – بنغالي]

□□□□□□□□□□□□□ □□-□□□□

□□□□□□ : □□: □□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□ : □. □□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□

2011-1432

IslamHouse.com

الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية

« باللغة البنغالية »

محب الدين الخطيب

ترجمة: محمد أمين الإسلام

مراجعة: الدكتور أبو بكر محمد زكريا

2011 - 1432

IslamHouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

□□□□□□

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين وآله و صحبه أجمعين.

(□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□; □□ □□□□□ (□□□□) □ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ (□□□□□□□□) □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□-□□□□□ □ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□) □ □□□□□:

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□'□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□'□□, □□□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□-□□□□ □□'□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□; □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□

কারণ, শী‘আ মতাবলম্বী নীতিমালা প্রস্তুতকারীগণ তাদের নীতিমালায় এ ধরনের ঐক্য প্রতিষ্ঠার কোন একটি উপায়ও অবশিষ্ট রাখেন নি। কেননা, তারা তাদের এই মতবাদটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এমন কতগুলো নীতিমালা বা স্তম্বের উপর, যেগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন, তার সম্পূর্ণ বিপরীত; যেদিকে তাঁর সাহাবীদেরকে তিনি দাওয়াত দিয়েছেন এবং তাঁর পরবর্তীদের জন্য তাঁদেরকে সুস্পষ্ট আলোকোজ্জ্বল দলীল-প্রমাণস্বরূপ রেখে গেছেন, যা কোন পরিবর্তনকারী পরিবর্তন করলে তার ধ্বংস অনিবার্য!

আর এ গবেষণার মধ্যে বর্ণিত উদ্ধৃতিসমূহ দ্বাদশ ইমামের অনুসারী শী‘আ দল কর্তৃক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে; পৃষ্ঠাসমূহের নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং গ্রন্থসমূহের প্রকাশকাল ও সংস্করণ সংখ্যার বিবরণ দেয়া হয়েছে, সুতরাং এ ব্যাপারে কেউ সন্দেহ বা অযথা বিতর্ক করতে পারবে না। এ জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এগুলো আমরা জনসমক্ষে পেশ করব, যাতে করে যে বেঁচে থাকবে, সে যেন দলীল-প্রমাণসহ বেঁচে থাকে; আর যে ধ্বংস হওয়ার, সে যেন দলীল-প্রমাণসহ ধ্বংস হয়ে যায়। আর আল্লাহ সুপথপ্রাপ্তদের বন্ধু ও অভিভাবক।

জেদ্দা: ১৪ রজব ১৩৮০ হি. মুহাম্মদ নাসিফ

5

[Общество-клуб «Ветер странствий» приглашает всех желающих принять участие в открытом слете в честь Дня защитника Отечества]

Открытый слет в честь Дня защитника Отечества

Общество-клуб, имя, основанное в середине-конце прошлого столетия, ежегодно проводит открытый слет для своих членов, их семей и друзей, а также для всех, кто интересуется историей и традициями этого клуба.

В этом году слет будет посвящен как раз тем, кто не понаслышке знает, что такое ветер странствий. Участники, кто-то из которых уже не раз бывал на слетах, а кто-то приедет впервые, расскажут о своих путешествиях, покажут фотографии и видеозаписи, а также поделятся своими планами на будущее.

مـذهب) (الشيعة الإمامية الاثني عشرية

(دار تقريب)[1]

[1] [illegible]

করে দেয়; যার কারণে শরীর শিহরিত হয়। সেসব গ্রন্থসমূহের মধ্য থেকে অন্যতম একটি গ্রন্থের নাম হল ‘আয-যাহরা’ (الزهراء(, যা তিন খণ্ডে সমাপ্ত। এ গ্রন্থটি নাজাফের শী‘আপন্থি আলেমরা প্রকাশ করেছে। তাতে তারা আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু’র ব্যাপারে (অত্যন্ত আপত্তিকর কথা) বলেছে: তিনি এমন এক জটিল রোগে আক্রান্ত ছিলেন, পুরুষ লোকের বীর্য ব্যতীত তার চিকিৎসা হতো না (না‘উযুবিল্লাহ)!!? এ বিষয়টি আলজেরিয়ার আলেমকুল শিরোমণি অধ্যাপক আল-বশির আল-ইবরাহিমী প্রথমবার ইরাক সফরে গেলেই তার দৃষ্টিগোচর হয়।

সুতরাং যে সব অপবিত্র আত্মা থেকে এ ধরনের মাযহাবী অপকর্ম প্রকাশ পায়; আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের চেয়ে ‘ঐক্য সাধনের’ দিকে তাদেরকে আহ্বান করার প্রয়োজনীয়তাই বেশি।

যখন আমাদের ও তাদের মধ্যে মৌলিক মতপার্থক্য বিদ্যমান তাদের এই দাবির উপর ভিত্তি করে যে, তারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি আহলে বাইতের (নবী পরিবারের) বন্ধু ও মিত্র; আর যখন যাদের কাঁধের উপর ভর করে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐসব

আহ্বান জানানোর ক্ষেত্রে কোন এক পক্ষ থেকে শৈথিল্য প্রদর্শন করলেও হবে না, এখন যেমন হচ্ছে।

ঐক্য প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে শী‘আ মতবাদের প্রধান নগরীসমূহ, শী‘আ মতবাদের বিজ্ঞাপন প্রদান ও অন্যান্য মতের উপর বাড়াবাড়ি করতে তৎপর প্রচার ও প্রকাশনা কেন্দ্রসমূহের কথা না বলে কেবল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের প্রধান নগরী মিসরে ‘ঐক্য সংস্থা’ প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতার ব্যাপারে পূর্বে বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে উভয়পক্ষের ঐক্যের বিষয়টি শী‘আ প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্তর্ভুক্ত করার পূর্বে আল-আযহারের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা কতটুকু যৌক্তিক—সেটা বলাই বাহুল্য।

তবে এখনকার বাস্তবতার মত যখন বিষয়টিকে সংশ্লিষ্ট উভয়পক্ষ বা পক্ষসমূহের মধ্য থেকে কোন এক পক্ষের উপর সীমাবদ্ধ করা হয়, তখন তার সফলতা আশা করা যায় না।

পারস্পরিক পরিচিতির সবচেয়ে বাজে মাধ্যম হচ্ছে মৌলিক বিষয়ের পূর্বে শাখা- প্রশাখাজনিত বিষয় দিয়ে শুরু করা! যেমন ফিকহ শাস্ত্র। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত ও শী‘আ উভয়ের নিকটই ফিকহ এমন বিষয় যা উভয়ের-নিকট-স্বীকৃত কোন নীতিমালার দিকে ধাবিত করা যায় না। শী‘আদের নিকট ফিকহী শরীয়ত যে
12

বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের ইমাম চতুষ্টয়ের নিকট ফিকহী শরীয়ত সে বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। যতক্ষণ-না শাখা-প্রশাখায় মনোযোগ দেয়ার পূর্বে এই মূলনীতিসমূহ ও বুনিয়াদের উপর আপোষ-মীমাংসা হবে এবং যতক্ষণ না এই ব্যাপারে উভয়ের পক্ষ থেকে ফলপ্রসু আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময় সম্পন্ন হবে, ততক্ষণ মূলনীতিসমূহের পূর্বে শাখা-প্রশাখায় অযথা সময় নষ্ট করে কোন ফায়দা হবে না। আর এই নীতিমালা বলতে আমারা ‘উসুল আল-ফিকহ’ তথা ফিকহ শাস্ত্রের নীতিমালাকে বুঝাচ্ছি না, বরং উভয়পক্ষের ‘উসুল আল-দীন’ তথা দীনের নীতিমালার একেবারে প্রথম শিকড়সমূহকে বুঝাচ্ছি।

তাকিয়্যা (التقية(-এর মাসআলা

আমাদের ও তাদের মাঝে একনিষ্ঠতার সাথে যথাযথ আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ও প্রধান প্রতিবন্ধকতা হল তাদের তথাকথিত “তাকিয়্যা” (التقية(।

2 কারণ,

2

‘তাকিয়্যা’ হচ্ছে মানুষের মনের বিপরীত অভিমত প্রকাশ করা (অর্থাৎ ভিতর এক রকম, আর বাহির অন্য রকম)। আর এই ব্যাপারে তারা অনেকগুলো হাদিসকে দলীল হিসেবে পেশ করে। তন্মধ্যে একটি হাদিস তারা আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু’র থেকে নকল করেন। তাতে তিনি তাদের ধারণামতে বলেন: “তাকিয়া হচ্ছে মুমিনের সর্বোত্তম আমল, তার দ্বারা সে 13

[illegible]

[illegible] (تفسـير العسـكري), [illegible]—[illegible].

[illegible]: “[illegible]”—[illegible].

[illegible] (الأصول من الكافي), [illegible]

[illegible] ‘[illegible]’ (الاعتقادات): “[illegible]”

[illegible]: “[illegible]”

[illegible] ‘[illegible]’ (الاعتقـادات), [illegible]: [illegible].

ধরনের উদ্যোগ এক পক্ষের

3 মাঝেই বিদ্যমান
থাকুক, অপর পক্ষ

4 তার অবস্থান থেকে এক চুল
পরিমাণও না সরে একাকিত্বের মধ্যেই অটল থাকুক। যদি তাদের মধ্য থেকে কোন কোন অভিনেতা আমাদেরকে পরিতুষ্টকরণের জন্য তাকিয়্যার ভূমিকায় অভিনয়ে উপনিত হয় এইভাবে যে, তারা আমাদেরকে উপলক্ষ্য করে কিছু পরিকল্পনা করল, তবে শী‘আদের বিশেষ ও সাধারণ শ্রেণী বলে কথা নেই, বরং তাদের সবাই
— প্রত্যেকেই ঐ অভিনতার কাজ-কর্ম থেকে
পৃথক থাকবে এবং যারা তাদের নামে কথা বলছে, তাদের নামে কথা বলার অধিকার তারা দিবে না।

আল-কুরআনুল করীমের উপর অপবাদ

এমন কি তারা আল-কুরআনুল করীমের উপর অপবাদ দেয়, যা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের ও তাদের মূল প্রত্যাবর্তনস্থল হওয়া উচিত ছিল। কারণ, তাদের ধর্মীয় নীতিমালার শিকড়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যার ও বিকৃত অর্থের উপর; যার প্রকৃত ব্যাখ্যা ও অর্থ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে তাঁর সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম অনুধাবন করেছেন এবং যে প্রজন্মের উপর কুরআন নাযিল হয়েছে, তাঁদের নিকট থেকে

3 আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত।
4 অপর পক্ষ মানে-শী‘আ পক্ষ।
15

□□□□□□□□'□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□□□□□ □□, □□-□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□-□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□, □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□; □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□

□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□, □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□; □□□□ □□□□ □□□□□□□□ ‘□□□□□□□ □□‘□□□□□ □□□□□□□ ‘□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□’ (رد بعض الشـــبهات عن فصل الخطـــاب في إثبـــات تحريف رب الأرباب); [□□□□ □□□□□ □□□□□□, ‘□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□’ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□’] □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ ‘□□-□□□□□□

□□□□□’—□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□-□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ (□□□□□ □□□□□ □□□) □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□

□□ □□□□□□ □□□□ □□-□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□□□□, □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□; □□‘□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ ‘□□□□□□□ □□□□□□□’ (سورة الولاية); □□ □□□□□ □□□ □□. □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□:

" يا أيها الذين آمنوا: آمِنوا بالنبي والولي الذين بعثناهما يهديانكم إلى الصراط المستقيم..." إلخ

“□□ □□□□□□□□□□! □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□, □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□; □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□…” □□□ □□□□□□□□[5]

[5] □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□: “□□□ □□□ □□□; □□□□ □□□ □□□□□ □□□, □□ □□□ □□□□□□□□□□, □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□, □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□, □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□; □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□, □□□□□ □□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□

[illegible] [illegible] [illegible] [

فصل الخطاب في إثبات تحريف رب الأربـاب)
(دَبِســتان مــذاهب)
(الجريدة الآسيوية الفرنسية)

“আমদের অনেক সঙ্গী সাহল ইবন যিয়াদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান থেকে বর্ণনা করেন। তিনি তার কিছুসংখ্যক সঙ্গী-সাথীর নিকট থেকে বর্ণনা করেন। তারা আবুল হাসান আ. থেকে বর্ণনা করেন। অর্থাৎ আবুল হাসান আস-সানী আলী ইবন মূসা আর-রেদা (মৃত্যু: ২০৬ হি.)। তিনি বলেন: “আমি তাকে বললাম, আপনার জন্য আমি উৎসর্গ, আমরা কুরআনের আয়াত শ্রবণ করি, কিন্তু আমরা যেমন শুনি তা তেমন নয়; আপনাদের নিকট থেকে আমাদের নিকট যেভাবে এসেছে, সেভাবে পাঠ করতে পারি না। সুতরাং তাতে আমরা গুনাহগার হব কিনা?” জওয়াবে সে বলল: “না, তোমরা যেমনিভাবে শিখেছ তেমনিভাবে পাঠ কর; অচিরেই সেই ব্যক্তির আগমন ঘটবে, যিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন।”

সন্দেহ নেই যে, এই বক্তব্যটি শী‘আগণ তাদের ইমাম আলী ইবন মূসা আর-রেদার নামে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে; কিন্তু তাদের নিকট এর মানে হল: এই ফতোয়া দেয়া যে, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এমনভাবে যেমনিভাবে মানুষ তা ‘মুসহাফে ওসমানী’-এর মধ্যে যেমনভাবে শিখে, তাতে ঐ ব্যক্তি গুনাহগার হবে না। অতঃপর শী‘আদের বিশেষ শ্রেণির ব্যক্তিবর্গ একে-অপরকে সেগুলোর বিপরীত অংশ শিক্ষা দিবে। আর তা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী যে, এই ভিন্ন বিষয়গুলো আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত তাদের ইমামদের নিকট মওজুদ আছে বা ছিল।

এখানে শী‘আদের বানানো সূরা ‘সূরাতুল বেলায়াত’-এর উল্লেখ করা হল, যা ইরানের মুসহাফসমূহের কোন একটি থেকে ফটোগ্রাফ করে এই বইয়ে সংকলিত হয়েছেন এবং তাতে প্রত্যেকটি বাক্যের ফারসি অনুবাদও রয়েছে। সূরাটির পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য নিম্নরূপ:

سورة الولایت سبع ایات.

بسم الله الرحمن الرحیم

یا ایها الذین امنوا امنوا بالنبی و بالولی الذین یعشاهما

یهدیانکم الی صراط مستقیم ۞ نبی و ولی بعضهما من بعض

و انا العلیم الخبیر ۞ ان الذین یوفون بعهد الله لهم جنت النعیم

و الذین اذا تلیت علیهم ایتنا کانوا بایاتنا مکذبین ۞

انکم فی جهنم مقاما عظیما اذا لوذیکم یوم القیمة ابن

الظالمون المکذبون للرسلین ۞ ما خلفهم المرسلین الا

لنحی و ما کان الله لیظهرکم الی اجل قریب ۞ و سبح بحمد ربک

و علی من الشاهدین ۞

سورة الولاية سبع أيات

بسم الله الرحمن الرحيم

يا أيها الذين آمنوا: آمِنوا بالنبي والولي الذين بعثناهما يهديانكم إلى الصراط المستقيم . نبي و ولي بعضهما من بعض و أنا العليم الخبير . إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم . والذين إذا تُليت عليهم آياتنا كانوا بأياتنا مكذبين !؟؟ . إن لهم في جهنم مقاما عظيما، إذا نودي لهم يوم القيامة أين الظالمون المكذبون للمرسلين . ما خالفهم المرسلين !؟؟ إلا بالحق و ما كان الله ليظهرهم إلى أجل قريب . و سبح بحمد ربك و علي من الشاهدين .

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

---

[7] [illegible] "[illegible]" [illegible] [illegible] [illegible]

কখনও কখনও শী‘আরা ‘তাকিয়্যা’র আকিদায় বিশ্বাসী হয়ে আল-নুরী আল-তাবারসীর গ্রন্থের ব্যাপারে নিজেদের দায়মুক্তির ঘোষণা প্রদর্শন করে থাকে। কিন্তু, গ্রন্থটিতে তাদের বিশেষজ্ঞ আলেমদের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ থেকে শত-শত দলীল-

যাই হোক, ‘হাদিস ও রিজাল শাস্ত্রের ইমামদের ইমাম’ আননুরী আত-তাবারসীই একমাত্র ব্যক্তিত্ব নন, যিনি আল-কুরআন বিকৃতির পক্ষে কথা বলেছেন। এই মতের পক্ষে তার মত আরও অনেক বড় বড় ইমামও রয়েছে; যেমন: কাফী ও রওযা গ্রন্থকার আল-কুলাইনী; তাফসীর গ্রন্থকার আল-কুমী, যার ব্যাপারে নাজ্জাশী তার রিজাল গ্রন্থের ১৮৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন: “তিনি হাদিসের বিষয়ে বিশ্বস্ত, গ্রহণযোগ্য, নির্ভরযোগ্য ও সহীহ মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত।”; অনুরূপভাবে শী‘আদের অন্যতম আলেম ‘শাইখ আল-মুফিদ’, যার ব্যাপারে নাজ্জাসী ২৮৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন: “ফিকহ, রিওয়ায়েত, সিকাহ ও ইলমের ব্যাপারে তার গুণ বর্ণনার চেয়েও তিনি মর্যাদার ক্ষেত্রে আরও বেশি প্রসিদ্ধ।”, আর তার প্রশংসা করেছেন সাইয়্যেদ মুহসীন আল-আমিন তার ‘আ‘ইয়ান আশ-শী‘আ’ (الشيعة أعيان(নামক গ্রন্থে; হা.১/২৩৭; তিনিও কুরআন বিকৃত হয়েছে বলে দাবী করে থাকেন। তদ্রূপ তাদের আলেম ‘আল-কাশী; আল-আরদাবিলী এবং আল-মাজলিসী প্রমূখরাও কুরআনের বিকৃত হওয়ার দাবী করেছে।
আর শী‘আদের বড় মাপের সকল আলেম যদি কুরআন বিকৃতির আকিদায় বিশ্বাসী না হত, তবে যে লেখক একটি গ্রন্থ লিখেছে, - যাতে কুরআন বিকৃতির প্রমাণস্বরূপ দুই হাজার হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে- সেই লেখকের ভূয়সী প্রশংসা করত না। যেমন তারা বলে: ‘আল্লাহ তার ভিতরটাকে পবিত্র করুন’, অথবা ‘তিনি মুহাদ্দিসগণের 27

[illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] '[illegible]-[illegible] [illegible]'-[illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], ([illegible] [illegible]) [illegible]'[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] '[illegible] [illegible]' (سورة الولاية) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:

"اقرءوا كما تعلمتم, فسيجيئكم من يعلمكم"!

"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]"!

[illegible] [illegible]'[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: " و جعلنا عليا صهرك " ([illegible] [illegible])

[illegible]' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] '[illegible]-[illegible] [illegible]'-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□); □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ ‘□□□□□ □□□□□□□’ أَلَمْ□ نَشْـرَحْ□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□, ‘□□□□□ □□□□□□□’ □أَلَمْ نَشْـرَحْ□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□— □□ □□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□! □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□-‘□□ □□□□ □□-□□□‘ □□-□□□□□□□ (العـاص بن الربيع الأمـوي)□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□’□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□-□□ □□□□ □□-□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ [□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□, □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□]

□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□, □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□‘□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□, □□□□ □□□□□□

لو كـــانت لنا ثالثة " : لزوجناكها "

অস্বীকার করে আমার উপর তোমার বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছ, একথা বলে যে, ‘নারীদেরকে বিবাহ করা ইয়াতীমের প্রতি ন্যায়পরায়ণতার লক্ষণ নয়; আর সকল নারী ইয়াতীমও নয়।’ তার উত্তর আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছিলাম যে, ইয়াতীমদের ব্যাপারে সম্বোধন এবং নারীদের বিবাহের মাঝে যা বলা হয়েছে কাহিনী কিংবা সম্বোধনরূপে, মুনাফিকগণ

9 আল-কুরআন থেকে তা বিলুপ্ত করে

9 আবূ মানসুর আল-তাবারসী মুনাফিক দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐসব সাহবীদেরকে বুঝিয়েছে, যারা আল-কুরআন সংকলন করেছেন। আর আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু’র তাঁর খিলাফতকালে অর্থ দিয়ে তা বাস্তবায়ন করেছেন। সুতরাং যদি এই মিথ্যা ও বানোয়াট বক্তব্যটি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু’র ভাষায় ‘আল-

ইহতিজাজ ‘আলা আহলে আল-লাজাজ’ (اللجاج أهل على االختجاج(নামক গ্রন্থে সত্য সত্যই আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু’র নিকট থেকে প্রকাশ পায়, তবে তাঁর পক্ষ থেকে ইসলামের খিয়ানত করা হয়েছে এইভাবে যে, তাঁর নিকট আল-কুরআনের নষ্ট হয়ে যাওয়া এক তৃতীয়াংশ বিদ্যমান থাকার পরেও তিনি তা প্রকাশ করেন নি; তার উপর আমল করেন নি এবং কমপক্ষে তাঁর খিলাফতকালে এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময় করার জন্য জনগণকে কোন আদেশও প্রদান করেন নি। আর এই কাজটি করতে সেখানে তাঁর কোন প্রতিবন্ধকতাও ছিল না। যদি বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি এই অনর্থক কথাটি বলেছেন, তবে তাঁর পক্ষ থেকে স্বজ্ঞানে ও স্বইচ্ছায় আল-কুরআনের এই পরিমাণ অংশ গোপন করাটা স্পষ্ট কুফরী বলে গণ্য হবে (যা একবারেই অসম্ভব)। সুতরাং এর থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ‘আল-ইহতিজাজ ‘আলা আহলে আল-31

□□□□□□□; □□ □□□ □□□□□□ □□ □□-□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□!?" [□□□□□ □□□□□□□]

[□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□'□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□; □□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□-□□□□□□□ [□□□□□ □□□□□□□□□] □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□, □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ [□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□]

□□□ '□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□' (فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□, □□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□ □□'□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□' (الاحتجاج على أهل اللجاج) □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□-□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ (□□'□□□□□□□□□□□□)□

□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□ □□— □□ □□□□ □□□□□□ □□'□□□ □ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ (□□□□□□□□□□) □□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□ □□□— □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□-□□□□□□□□□ □□-□□□□□□ □□□ '□□□□□□□ □□□□'□□' (أحسن الوديعة) □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ '□□□□□ □□-□□□□□□□' (روضـات الجنـات) □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□ □ □□-□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ '□□□□□□' □□□ □□□□□ □□-□□□□□□□□ '□□-□□□□' □□□□□□□ □□□□□□ □□'□□ □□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□[10] □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□; □□ □□:

"□□□□□ □□-□□'□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□, □□□ □□□□ □.-□□ □□□□ □□□□□□: □□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□, □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□

[10] □□□□ □□. □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□

রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর পরবর্তী ইমামগণই শুধু কুরআন যেভাবে নাযিল হয়েছে, ঠিক সেভাবে তা সংকলন ও সংরক্ষণ () করেছেন।”

প্রত্যেক শী‘আই ‘আল-কাফী’ নামক এই গ্রন্থটি পাঠ করে, যা তাদের নিকট তেমন মর্যাদাসম্পন্ন, আমাদের নিকট সহীহ বুখারীর মর্যাদা যেমন। আর তারা প্রত্যেকেই এই বক্তব্যটিতে বিশ্বাস করে।

আর আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের অনুসারীগণ বলি: নিশ্চয় শী‘আগণ আল-বাকের আবূ জাফর রাহেমাহুল্লাহ-এর উপর মিথ্যারোপ করেছে; তার দলীল হল, সাইয়্যেদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর খিলাফতকালীন সময়ে কুফাতে আল-কুরআনের ঐ মুসহাফ অনুযায়ীই আমল করতেন, যার সংকলন ও বিভিন্ন শহর-নগরে প্রচার আল্লাহর অনুগ্রহে তাঁর ভাই সাইয়্যেদুনা ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পন্ন করেছেন; আর যে কুরআনের উপর আমল করা সর্বযুগে, এখন পর্যন্ত; এমন কি কিয়ামত পর্যন্ত তিনি সার্বজনীন করেছেন। যদি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু’র নিকট মুসহাফে ওসমানী ছাড়া আরও কোন মুসহাফ থাকত— আর তিনি ছিলেন খলিফা, শাসক; তার প্রশাসনিক সীমানায় কেউ তার বিরোধিতাকারী নেই— তবে তিনি তার উপর আমল করতেন এবং মুসলিম সম্প্রদায়কেও তা সার্বজনীন করা ও তার উপর আমল করার নির্দেশ

দিতেন। তাছাড়া যদি তাঁর নিকট মুসহাফে ওসমানী ছাড়া আরও কোন মুসহাফ থাকত এবং তিনি তা মুসলিম সম্প্রদায় থেকে গোপন করতেন, তবে তিনি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ইসলামী দীনের খিয়ানতকারী বলে সাব্যস্ত হতেন (না‘উযুবিল্লাহ)!!

আর জাবির আল-জু‘ফী; যিনি বলেন যে, তিনি এই নোংরা কথাটি ইমাম আবূ জাফর মুহাম্মদ আল-বাকেরের নিকট থেকে শুনেছেন; যদিও এ জাবের আল-জু‘ফী লোকটি তাদের নিকট বিশ্বস্ত ব্যক্তি, তবে মুসলিম ইমামদের নিকট সে একজন মিথ্যাবাদী বলে পরিচিত। আবূ ইয়াহইয়া আল-হিম্মানী বলেন: আমি ইমাম আবূ হানিফা
- কে বলতে শুনেছি: “আমি যাদেরকে দেখেছি, তাদের মধ্যে ‘আতা’র চেয়ে উত্তম এবং জাবির আল-জু‘ফী’র চেয়ে মিথ্যাবাদী আর কাউকে দেখি নি।”—(দ্র. আল-আযহার ম্যাগাজিনে আমাদের প্রবন্ধ, ১৩৭২ হি., পৃ.৩০৭)।

‘আল-কাফী’ নামক গ্রন্থে আবূ জাফর থেকে বর্ণিত এই প্রথম বক্তব্যটির চেয়ে দ্বিতীয় বক্তব্যটি আরও বেশি মিথ্যা ও বানোয়াট, যা তার ছেলে জাফর আস-সাদিকের নামে মিথ্যারোপ করে বর্ণিত হয়েছে। আর এই বক্তব্যটিও ১২৭৮ হিজরিতে ইরান থেকে প্রকাশিত তাদের বুখারী

35

‘আল-কাফী’ গ্রন্থের ৫৭ পৃষ্ঠায়

11 বিদ্যমান
আছে; আর তা হল:

“আবূ বাসির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি আবূ আবদুল্লাহর নিকট হাযির হলাম... আবূ আবদুল্লাহ আর্থাৎ জাফর আল-সাদিক বলেন: আমাদের নিকট মুসহাফে ফাতিমা আ. রয়েছে... তিনি বলেন: আমি বললাম, মুসহাফে ফাতিমা কী? তিনি বলেন: এটা এমন এক মুসহাফ, যার মধ্যে তোমাদের এই কুরআনের মত তিনটি কুরআন রয়েছে; আল্লাহর কসম! এর মধ্যে তোমাদের কুরআন থেকে এক হরফও নেই।”

এই হল শী‘আদের মিথ্যা ও বানোয়াট বক্তব্যের নমুনা, যা প্রাচীনকাল থেকে আহলে বাইতের ইমামদের নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে; আর এগুলো এক হাজারেরও বেশি বছর পূর্বে মুহাম্মদ ইবন ইয়াকুব আল-কুলাইনী আর-রাযী “আল-কাফী” নামক কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। আর এই বক্তব্যগুলো আরও পুরানো। কারণ, কুলাইনী এগুলো তার পূর্ববর্তী শী‘আ মতবাদের কুশলী মিথ্যাবাদী পণ্ডিতদের কাছ থেকে বর্ণনা করেছে!

আর যেদিন স্পেন আরব ও ইসলামী শক্তির অধীনে ছিল, সময়ে আবূ মুহাম্মদ ইবন হায্ম সেখানকার পাদ্রীদের সাথে তাদের কিতাবে

11 ১৩৮১ হি. সনের সংস্করণে যার পৃষ্ঠা নং ২৩৮।
36

উল্লেখিত নস বা বক্তব্যগুলো নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হন এবং তিনি তাদের উদ্দেশ্য যুক্তি পেশ করেন যে, তাদের নসসমূহ বিকৃত, বরং সেগুলোর আসল সংস্করণ পর্যন্ত হারিয়ে- যাওয়া; তখন ঐসব পাদ্রীগণও যুক্তি পেশ করে বলেন যে, শী‘আগণ বলে আল-কুরআনও বিকৃত। ইবন হাযেম তাদেরকে জওয়াব দিয়ে বলেন যে, শী‘আদের দাবি আল-কুরআন ও মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দলীল হতে পারে না। কারণ, শী‘আগণ মুসলিম সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত নয়।— দ্র. হায্ম, ‘আল-ফাসলু ফিল-মিলাল ওয়ান-নিহাল’ (النحل و الملل في الفصل(, ২য় খণ্ড, পৃ.৭৮ এবং ৪র্থ খণ্ড, পৃ.১৮২, প্রথম প্রকাশ, কায়রো।

শাসকদের সম্পর্কে শী‘আদের মত

আর ভয়ানক বাস্তবতা, যার দিকে আমাদের ইসলামী সরকারগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তা হচ্ছে, দ্বাদশ-ইমামী শী‘আ মতবাদ, যার আরেক নাম ‘জা‘ফরীয়্যা’; তাদের মূলভিত এই নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু’র শাসনকালের কয়েকবছর ব্যতীত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর দিন থেকে এই সময় পর্যন্ত সকল ইসলামী সরকার হল অবৈধ (বে- শরী‘আতী) সরকার। সুতরাং কোন শী‘আ’র জন্য বৈধ হবে না যে, সে খাঁটি মনে এ সমস্ত

37

সরকারদের দিকে ইখলাস ও বন্ধুত্বের হাত বাড়াবে; বরং সে তাদের সাথে গোপন শত্রুতা করবে এবং তাদেরকে এড়িয়ে চলবে! কারণ, তাদের পূর্ববর্তী যে সরকারগুলো অতিবাহিত হয়ে গেছে, এখনও যেগুলো প্রতিষ্ঠিত আছে এবং ভবিষ্যতে যেগুলো প্রতিষ্ঠিত হবে, সকল সরকারই জোর করে ক্ষমতা দখলকারী। শী‘আ ধর্মে ও তাদের নির্ভেজাল আকিদা অনুসারে প্রশাসক হলো একমাত্র বার ইমাম, শাসন পরিচালনায় তারা সক্ষম হউক আর না-ই হউক। তারা ব্যতীত আবূ বকর, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে শুরু করে যারা মুসলিম উম্মাতের দায়িত্বগ্রহণ করেছে তাঁদের পরবর্তীকালে এখনকার সময় পর্যন্ত— তারা যতই ইসলামের খেদমত করুক; যতই ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণ, আল্লাহর কালেমাকে যমীনে বিজয়ী করা এবং ইসলামী বিশ্বের পরিধি বৃদ্ধি করার জন্য কষ্ট সহ্য করুক— কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তারা জবরদখলকারী!

আবূ বকর ও ওমরকে হিংসা করা

আর এই জন্য শী‘আগণ আলী রা. ব্যতীত আবূ বকর, ওমর ও ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং ইসলামী হুকুমাতের প্রত্যেক শাসককে অভিশাপ দিয়ে থাকে। তারা ইমাম আবূল হাসান আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন মূসা’র উপর মিথ্যারোপ করেছে যে, তিনি নাকি তার

38

□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□ □ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□ ‘□□□□□’ (الجبت) □ ‘□□□□□□’
الطـــاغوت□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□-□□‘□□□□□ □□□ □□□□□
□□□□□□ □□ □ □□□□□□□□□ □□□□□, □□‘□□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□-□□□□
□□□□□□□□□□□ □□-□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□□ ‘□□□□□□□□-□□□□□ □□
□□□□□□□□-□□□□□’ (تنقيح المقال في أحوال الرجال)
□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□,
□□ □□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□
□□-□□□□□□□’□ □□□□□ □□□□□ “□□□□□□□□□□□-□□□□□□
□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□” (مسائل الرجال و مكاتباتهم)
□□□□ □□□□□ □□□□□ ‘□□-□□□□□□□□’ (السرائر) □□□□
□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□ □□
□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□
□□□ □□□ □□□□ □.-□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□
□□□ □□□’□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□;
□□□□ □□□□□: ‘□□□ □□□ □□□□□ ‘□□□□□□’ □□□ □□□
□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□; □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□□□□□ ‘□□□□□’ (الجبت) □ ‘□□□□□□’ -الطاغوت
□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□ □□□ □□? (□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□
□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □
□□□□□□□□□ □□□ □□□ □ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□) □□□□□ □□□□□ □□□: □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□, □□-□ '□□□□□□'□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□, □□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

□□-(الطـــاغوت) '□□□□□' □ (الجبت) '□□□□□' □□□□□□□□□□ □□□ □□, □□'□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□'□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□; □□□□ □□□ □□'□□ □□□□□□ □□□□□ "□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□'□" (دعاء صنمي قريش) ! □□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□ '□□□□' (الجبت) □ '□□□□□' ( ) الطاغوت □□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ (□□'□□□□□□□□□□□□)□ □□ □□ □□ □□'□□□ □□□□□ '□□□□□□□□ □□-□□□□□' (مفـاتيح الجنـان) □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□; □□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ '□□□□□□□□ □□-□□□□□□□' (دلائل الخيرات)[12] □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□'□□ □□□□□□□□ □□□□□□,

[12] □ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□'□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ [□□□□□□□□]

اللهم صل على محمد وعلى آل محمـــد، والعن صـــنمي قريش وجبتهما وطاغوتيهما وابنتيهما.. إلخ

[illegible], "[illegible]! [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]...[illegible]" !![13]

[illegible] [illegible] [illegible] '[illegible]' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[13] [illegible] "[illegible] [illegible]-'[illegible] [illegible]" (تحفة العوام مقبـول) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible], [illegible] [illegible]'[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] ... [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible]-[illegible] ... [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible]...

□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□-□□□□□□□□ (□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□) □□□□ □□□□ □□□□□□ (بابا شجاع الـدين) [□□□ □□□□, □□□□□□ □□□ □□□□] □□□□ □□□□□□□ □□□□

□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□'□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□, □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□-□□□□□□ □□-□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□: □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□! □□□□-□□□□□□□□□ □□□; □□□□□□□□ □□□; □□□ □□□□□□□□□ □□□; □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□!

□□□□□□ □□□□□□

□□□ □□□, □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□□□□□ □□-□□□□□□ □.□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□; □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□, □□'□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□, □□□□ □□□□ □□□

তারা শী‘আদের কাছ থেকে বন্ধুত্ব, সত্যিকার আনুগত্য ও কল্যাণকর কাজে সহযোগিতা পাওয়ার উপযুক্ত নয়; তবে শী‘আদের তাকিয়্যা আকিদা তাদেরকে যতটুকুর অনুমতি দেয় কেবল ততটুকু সাহায্য-সহযোগিতা তারা করতে পারবে, অনুরূপভাবে সে সমস্ত শাসকদের কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করার সুযোগ থাকলে, অথবা তাদের সাথে মুনাফেকী করার ইচ্ছা থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। [না‘উযুবিল্লাহ]

[শী‘আরা এমন এক মাহদীর আগমনের অপেক্ষায় রয়েছে, যে মাহদী তাদের দ্বীন ও নেতৃত্ব জবরদখলকারীদেকে শাস্তি প্রদান করবে ও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবে]

তাদের মৌলিক আকিদার মধ্যে অন্যতম একটি আকিদা হল, যখনই মাহদী’র আগমন ঘটবে তিনি হবেন তাদের দ্বাদশ ইমাম, যিনি এখনও জীবিত এবং তারা তার আগমনের অপেক্ষায় রয়েছে। অর্থাৎ তারা হবে তার বিপ্লবের সহযোগী সৈনিক। আর তারা যখন তাদের কিতাবে তার আলোচনা দেখতে পায়, তখন তারা তার নাম অথবা লকব অথবা উপনামের পাশে লিখে রাখে: দু’টিّعجل الله َرجه” থাৎ্অর ” عج” হরফ

َف) “ আল্লাহ

43

এসেছে, ফযল ইবন শাযান বর্ণনা করেন মুহাম্মদ ইবন আলী আল-কুফী থেকে। তিনি বর্ণনা করেন ওহাব ইবন হাফস থেকে। তিনি বর্ণনা করেন আবূ বসীর থেকে। তিনি বলেন,

ধ্বংসযজ্ঞ ও প্রতিশোধস্পৃহা

আবূ আবদিল্লাহ (অর্থাৎ জাফর সাদিক) বলেন: কায়েম বা ধারক-বাহকের নাম ধরে ডাকা হবে (এখানে ‘কায়েম’ দ্বারা তাদের ১২তম ইমাম উদ্দেশ্য; যার ব্যাপারে তারা ধারণা পোষণ করে যে, তিনি এগারো শতাব্দীরও বেশি সময় পূর্ব থেকে জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং এর পরও তিনি মৃত্যুবরণ করেন নি; কারণ, তিনি অচিরেই জেগে উঠবেন এবং বিচার-ফয়সালা করবেন); তেইশ রজনীতে তার নাম ধরে ডাকা হবে এবং তিনি আশুরার দিন দাঁড়াবেন; মনে হচ্ছে যেন আমি তার সাথে মহররমের দশম দিনে রুকনে ইয়ামানী ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝখানে দাঁড়ানো, আর জিবরাইল তার ডান পাশে ডেকে বলছেন: “আল্লাহর জন্য বায়‘আত কর”, তখন শী‘আদের জন্য যমীন সংকুচিত হয়ে যাবে, তারা চতুর্দিক থেকে তার নিকট দৌড়ে আসবে এবং তার নিকট বায়‘আত গ্রহণ করবে। কেননা বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি মক্কা থেকে ভ্রমণ শুরু করে শেষ পর্যন্ত কুফায় এসে হাযির হবেন; অতঃপর নাজাফে অবতরণ করবেন এবং সেখান থেকে

47

সৈন্যদেরকে বিভিন্ন দলে বিভিক্ত করে বিভিন্ন শহর-নগরে পাঠাবেন।

আর হাজ্জাল বর্ণনা করেন সা‘আলাবা থেকে। তিনি বর্ণনা করেন আবূ বকর আল-হাদরামী থেকে। তিনি বর্ণনা করেন আবূ জাফর আ. (অর্থাৎ মুহাম্মদ আল-বাকের) থেকে। তিনি বলেন: আমি যেন দ্বাদশ ইমাম আ.-কে নিয়ে কুফার নাজাফে দণ্ডায়মান; আর নাজাফে মক্কা থেকে পাঁচ হাজার ফেরেশতা আগমন করেছে; তার ডান পাশে জিবরাইল; বাম পাশে মিকাইল; আর তার সামনে মুমিনগণ এবং তিনি সৈন্যদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে বিভিন্ন দেশে পাঠাচ্ছেন।

আর আবদুল করীম আল-জু‘ফী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি আবূ আবদিল্লাহ (অর্থাৎ জাফর সাদিক)-কে বললাম, দ্বাদশ ইমাম আ. কত সময় রাজত্ব পরিচালনায় সক্ষম হবেন? তিনি বললেন: সাত বছর; দিনগুলো এত লম্বা হবে যে, এক একটি বছরের পরিমাণ হবে তোমাদের দশ বছরের সমান। সুতরাং রাজত্বের মেয়াদকাল হবে তোমাদের বছরের হিসাবে সত্তুর বছর। আবূ বসীর তাকে বললেন: আমি আপনার জন্য উৎসর্গ; বলুনতো কিভাবে বছরগুলোকে দীর্ঘায়িত করবেন? তিনি বললেন: আল্লাহ আকাশ বা কক্ষপথকে স্বীয় অবস্থানে অবস্থান করতে এবং কম নড়াচড়া করতে আদেশ করবেন। এর ফলে দিন ও বছরসমূহ

48

দীর্ঘায়িত হবে। আর যখন তার আগমনের সময় হবে, তখন জমাদিউল আখের ও রজব মাসের দশ দিন এত বেশি বৃষ্টি হবে, যা মানুষ কোন দিন প্রত্যক্ষ করে নি। অতঃপর আল্লাহ মুমিনদের দেহে মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে তাদের কবরের মধ্যে তাদের শরীর পূনর্গঠন করবেন; সুতরাং আমি যেন তাদের আগমন লক্ষ্য করছি এবং এও লক্ষ্য করছি যে, তারা তাদের পশমগুলো থেকে বালি ঝেড়ে ফেলছে।

আর আবদুল্লাহ ইবন মুগীরা থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ আবদিল্লাহ (জাফর সাদিক) আ. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: যখন আলে মুহাম্মদের প্রতিনিধি (দ্বাদশ ইমাম)-র আগমন ঘটবে, তখন তিনি কুরাইশদের পাঁচশ জনকে দাঁড় করাবেন; অতঃপর তাদেরকে গর্দান কেটে হত্যা করবেন। অতঃপর আরও পাঁচশ জনকে দাঁড় করাবেন এবং তাদেরকেও গর্দান কেটে হত্যা করবেন। অতঃপর আরও পাঁচশ জনকে হত্যা করবেন; এমনকি এই কাজটি তিনি ছয়বার করবেন। আমি বললাম: তাদের সংখ্যা এই পরিমাণে পৌঁছাবে?! (এটা বড়ই অদ্ভুত মনে হয়েছিল, কারণ, খোলাফায়ে রাশেদীন, বনী উমাইয়া, বনী আব্বাস এবং জাফর সাদিক পর্যন্ত সকল মুসলিম শাসক মিলেও তাদের সংখ্যা উল্লেখিত এই সংখ্যার দশ ভাগের একভাগ পরিমাণও হবে না।) জাফর সাদিক বললেন: হ্যাঁ, তারা এবং তাদের দাসরা মিলে এমন সংখ্যা হবে। অপর এক বর্ণনায় আছে:

আমাদের রাষ্ট্রটি হবে অপরাপর রাষ্ট্রের চেয়ে স্বতন্ত্র। আমাদের পূর্বে প্রত্যেক বিখ্যাত বংশেরই রাষ্ট্র হবে, যাতে তারা যখন আমাদের শাসনকার্য দেখতে পাবে, তখন বলতে না পারে যে, আমরা যখন শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হব, তখন আমরাও তাদের মত শাসনকার্য পরিচালনা করব।

[মাহদী’র আগমনের সাথে সাথে মূল মুসহাফ নাযিলকৃত অবস্থায় ফিরে আসবে]

জাবের আল-জু‘ফী আবূ আবদিল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: যখন আলে মুহাম্মদের প্রতিনিধি (দ্বাদশ ইমাম)-র আগমন ঘটবে, তখন তিনি এমন বহু তাঁবু স্থাপন করবেন; সেখানে আল-কুরআন যেভাবে নাযিল হয়েছে সেভাবে শিখানো হবে।

15 ফলে তা পূর্বেকার হাফেযদের
জন্য কঠিন হয়ে যাবে (অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির জন্য কঠিন হয়ে যাবে, যে মুসহাফে ওসমানী থেকে হিফয (মুখস্থ) করেছে, যেমনটি জা‘ফর সাদিকের যামানায় বিদ্যমান আছে)। কারণ, সংকলনের ক্ষেত্রে তার মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে।

15 কেন তার দাদা আলী ইবন আবি তালিব রা. তাঁর খিলাফতকালীন সময়ে এই কাজটি করেন নি? তাঁর দ্বাদশ নাতি কি কুরআন ও ইসলামের জন্য তাঁর চেয়ে বেশি কামিল?!
50

[□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□

ফাঁসির পূর্বে সতেজ থাকেবে কিন্তু ফাঁসির পরে তা শুকিয়ে যাবে!!?

তাদের চিন্তাধারা অপরিবর্তনীয়

শী‘আ সম্প্রদায়ের সকল যুগের জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও উযিরদ্বয় আবূ বকর ও ওমর রা.-এর ব্যাপারে এই ধরনের ন্যক্কারজনক অবস্থান গ্রহণ করেছে। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, তাদের কবরকে আলোকিত করুন, তাদের শয্যাস্থানকে শীতল করুন। তাছাড়া ইসলামের সকল জ্ঞানী ব্যক্তি, খলিফা, শাসক, নেতা, মুজাহিদ ও হাফেযের প্রতিও তাদের একই অবস্থান। তাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হউন এবং ইসলামের পক্ষ থেকে তাদেরকে ও তাদের পরিবার-পরিজনকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

আর আমরা তাদের প্রচারকের নিকট শুনেছি, যিনি ঐক্য সংস্থার অফিসে দায়িত্ব পালন করছিলেন এবং তার জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করছিলেন, তিনি যে ব্যক্তির এসব বিষয়ে অধ্যয়ন করার সময়-সুযোগ নেই তাকে বলছিলেন: এসব আকিদা পূর্ববর্তী যামানায় ছিল; এখন তার ধরন পবির্তন হয়ে গেছে।

53

বস্তুত তাদের এই ধরনের বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও প্রতারণামূলক। কারণ, তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যেসব কিতাব পড়ানো হয়, তাতে এই ধরনের সকল আকিদাই পড়ানো হয় এবং মাযহাবের প্রয়োজনীয়তা ও তার প্রথম উপাদান হিসেবেই এসব পাঠকে বিবেচনা করা হয়। আর যেসব গ্রন্থ আমাদের এই যুগে নাজাফ, ইরান ও জাবালে আমেলের আলেমগণ প্রকাশ করে, সেসব গ্রন্থ তাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের চেয়েও নিকৃষ্ট এবং তার অধিকাংশই ঐক্য বা সমন্বয় প্রচেষ্টার সকল আশা-আকাঙ্খাকেই ধ্বংস করে দেয়।

[ঐক্যের আহ্বায়ক ‘আল-খালেসী’ আবূ বকর ও ওমরকে আহলে বায়‘আতে রিদওয়ানের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না]

এই জন্য আমরা দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করব তাদের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তিকে, যে প্রত্যেক দিন সকাল ও সন্ধ্যায় ঘোষণা দিয়ে বেড়ায় যে, সে ঐক্য ও সমন্বয়ের আহ্বায়ক। আর সে লোকটি হচ্ছে, শাইখ মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ মাহদী আল-খালেসী; মিসর ও অন্যান্য দেশে যার অনেক বন্ধু-বান্ধব রয়েছে, যারা ঐক্যের দিকে আহ্বান করে এবং সে লক্ষ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের

﴿ لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ يُبَايِعُونَكَ ﴾ [سورة الفتح: 18]

“আল্লাহ তো মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা তোমার নিকট বায়‘আত গ্রহণ করেছে। —(সূরা আল-ফাতহ: ১৮) তখন আয়াতে সন্তুষ্টি বলতে শুধু ঐ ব্যক্তির উপরই সন্তুষ্টি বুঝাবে, যে ব্যক্তি নির্ভেজাল ঈমানের অধিকারী ”!?

প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস বিকৃতি

এ কথার অর্থ হল, শায়েখাইন তথা আবূ বকর ও ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) নির্ভেজাল ঈমানের অধিকারী নন?! সুতরাং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির আওতাধীন নন?! হে আল্লাহ, তুমি পবিত্র, এটা ডাহা মিথ্যা-অপবাদ; আল্লাহ তুমি আবু বকর ও উমর এর উপর সন্তুষ্ট হউন এবং তাঁদের উপর পর্যাপ্ত রহমত ও সন্তুষ্টির ব্যবস্থা করুন, আমীন।

আর ইতঃপূর্বে ‘আল-যাহরা’ (الزهــراء) নামক কিতাবের লেখক আল-নাজাফী সাইয়্যেদেনা ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুমা’র ব্যাপারে যে (আপত্তিকর) কথা বলেছে, তার আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। তার দুই হাত ধ্বংস হউক। সে বলেছে: তিনি এমন এক জটিল

56

রোগে আক্রান্ত ছিলেন, পুরুষ লোকের বীর্য ব্যতীত তার চিকিৎসা হতো না

16?!

অতএব, এই দুই শী‘আ আলেম যারা আমাদের সমসাময়িক, আর যারা ইসলাম ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও সংস্কারের আগ্রহ ও উদ্দীপনার দাবী দীর্ঘকাল ধরে দাবী করে আসছে, যদি সম্মানিত শায়েখাইন আবূ বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা’র ব্যাপারে আধুনিক যুগে প্রকাশিত ও প্রচারিত তাদের গ্রন্থসমূহে আকিদার অবস্থা এই আকীদা পোষণ করে, যাঁরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে সাধারণভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম অথবা কমপক্ষে ইসলামের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ মুসলিমের অন্তর্ভুক্ত; তখন আমাদের মত লোকজন মাযহাবসমূহের মধ্যে সমঝোতা ও সমন্বয়ের জন্য আপোষ-মীমাংসা এবং আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের কী আশা পোষণ করতে পারে? নাকি তারা মুসলিম দুর্গের পঞ্চম বাহিনী

17?

আর শী‘আরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা এবং তাবেঈন ও তাদের পরবর্তী সকল মুসলিম শাসককে এই

16 আমরা এমন লোককে শুধু এটাই বলব, নিজের দোষকে আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে সে সটকে পড়েছে।
17 পঞ্চম বাহিনী বলতে বুঝায়, শত্রুদের অনুচর।
57

অপমানজনক স্তরে নামিয়ে দিয়েছে, অথচ তাঁরা হলেন ঐসব ব্যক্তিবর্গ যারা ইসলামের দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এই ইসলামী বিশ্বের উদ্ভাবন করেছেন; তখন তারা তাদের ইমামদেরকে এমন অবস্থানে নিয়ে গেছেন, তাদের ইমামগণ স্বয়ং সেসব অবস্থান থেকে নিজেদেরকে বিমুক্ত ঘোষণা করে থাকে। আল-কুলাইনী তার ‘আল-কাফী’ নামক গ্রন্থ যা তাদের নিকট মানের দিক থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের ‘সহীহ বুখারী’-এর মত; তাতে তিনি দ্বাদশ ইমামদের অনেক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করেছেন যা তাদেরকে মানুষের স্তর থেকে দেব-মূর্তির যুগের গ্রীক জাতির মা‘বুদ তথা দেবতার পর্যায়ে উপনীত করেছে। আমরা যদি ‘আল-কাফী’ ও তাদের প্রথম শ্রেণীর নির্ভরযোগ্য অপরাপর গ্রন্থসমূহ থেকে উদ্ধৃতিসমূহ নকল করতে চাই, তবে তাতে এক বিশালাকারের ভলিউম তৈরি হবে। এই জন্য আমরা ‘আল-কাফী’ কিতাব থেকে শুধু ভাষ্যবিশিষ্ট কতগুলো অধ্যায়ের শিরোনাম উল্লেখ করাকে যথেষ্ট মনে করছি। যেমন:

অধ্যায় (باب(, ইমামগণ সকল জ্ঞানে জ্ঞানী, যে জ্ঞান ফেরেশতা ও নবী-রাসূলদের কাছে ছিল।

18

18 আল-কাফী, হা.১/২৫৫ কিতাব আল-হুজ্জাত।
58

অধ্যায় (اب,,ب(, ইমামগণ জানেন তারা কখন মৃত্যু বরণ করবেন এবং তারা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ীই মৃত্যু বরণ করবেন।

19

অধ্যায় (باب(, ইমামগণ যা হয়েছে এবং যা হবে সবই জানেন, তাদের নিকট কোন কিছুই গোপন নেই।

20

অধ্যায় (اب,,ب(, ইমামদের নিকট সকল কিতাব বিদ্যমান আছে; তারা বিভিন্ন ভাষায় এগুলো অনুধাবন করেন।

21

অধ্যায় (اب,,ب(, শুধু ইমামগণই সম্পূর্ণ কুরআন সংকলন করেছেন এবং তারাই শুধু পুরা কুরআনের জ্ঞান রাখেন।

22

অধ্যায় (اب,,,ب(, ইমামদের নিকট নবীদের নিদর্শন (মু‘জিযা)সমূহ থেকে যা কিছু আছে।

23

অধ্যায় (اب,ب(, ইমামদের নিকট কোন সমস্যা দেখা দিলে তারা দাঊদ ও দাঊদ পরিবারের বিধান দ্বারা বিচার-ফয়সালা করে?! এবং কোন দলীল-প্রমাণ চায় না।

24

19 আল-কাফী, হা.১/২৫৮ কিতাব আল-হুজ্জাত।
20 আল-কাফী, হা.১/২৬০ কিতাব আল-হুজ্জাত।
21 আল-কাফী, হা.১/২২৭ কিতাব আল-হুজ্জাত।
22 আল-কাফী, হা.১/২২৮ কিতাব আল-হুজ্জাত।
23 আল-কাফী, হা.১/২৩১ কিতাব আল-হুজ্জাত।
24 আল-কাফী, হা.১/২৯৭ কিতাব আল-হুজ্জাত।
59

অধ্যায় (باب(, মানুষের হাতে কোন সঠিক কিছু নেই যতক্ষণ না তা ইমামদের নিকট থেকে আসবে এবং ইমামদের নিকট থেকে যা আসে নি, এমন প্রত্যেক বস্তুই বাতিল।

25

অধ্যায় (باب(, সমস্ত পৃথিবীই ইমামের।

26

ইমামদের জন্য গায়েবের জ্ঞান সাব্যস্তকরণ

শী‘আরা তাদের বারো জন ইমামের জন্য গায়েবী জ্ঞানের অধিকারী হওয়া এবং তারা মানবীয় গুণাবলীর উর্ধ্বে হওয়া

27 ইত্যাদি যা যা
দাবি করে, ঐসব ইমামগণ তাদের নিজেদের জন্য কখনও তা দাবি করেন নি; কারণ, তারা অর্থাৎ শী‘আরা আল্লাহ তা‘আলা গায়েব সম্পর্কিত

25 আল-কাফী, হা.১/৩৯৯ কিতাব আল-হুজ্জাত।
26 আল-কাফী, হা.১/৪০৭ কিতাব আল-হুজ্জাত।
27 বরং তারা আলী রা. থেকে বর্ণনা করে যে, তিনি বলেন: “আমি মর্যাদাবান ও ক্ষমতাবান; আমি এমন ব্যক্তি, যে জীবন ও মৃত্যু দান করি। আর আমি প্রথম ও শেষ; প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য।” যেমন শাইখ আল-মুফীদের ‘আল-ইখতিসাস’ (االختصاص (নামক কিতাবে এই বর্ণনাটি এসেছে। অথচ এই গুণাবলী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ব্যতীত অন্য কারও জন্য হতে পারে না। তাদের অনুরূপ আরও একটি বক্তব্য হল: “আমাদের ইমামদের অবস্থান এত উপরে যে, সে পর্যন্ত আল্লাহর নিকটতম ফেরেশতা ও নবী-রাসূলগণও পৌঁছাতে পারে না।” — আল-খুমাইনী, ‘আল-হুকুমাতুল-ইসলামীয়া’ (الحكومة اإلسالمية(, পৃ. ৫২
60

□□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□ □□□□□□ □□□
□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□,
□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□
‘□□□□□□□□□ □□□□□’ (رسالة الإسلام) □□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□, □□
□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□
□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□; □□□□
□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□‘□ □□□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□, -□□□□ □□‘□□□
□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□- □□□ □□□□ □□ □□□□□□
□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□
□□□□□□□□□□□-□□‘□□□□-□□□□□□□” (من اجتهادات الشـيعة الإمامية) □□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□-□□□□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□, □□□□ □□□ ‘□□□□□□□-□□□□□□□□’
(بحر الفوائد) □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□
□□□□□□□ □□□□: “□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□-
□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□, □□□□
□□□ □□□□□□ □□□□, □□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□;
□□□ □□□□ □□ □□□□□□, □□ □□□□□□□ □□□ □□□
□□□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□
□□□ □□□□ □ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□
□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□,

□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□, □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□-□□□□□□□ □□□□□□□ □□:

﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ لهَوَىٰ ٣ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحي يُوحَىٰ ٤ ﴾ [سورة النجم: 3-4]

“□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □ □□ □□□, □□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□” —(□□□□ □□-□□□□: □-□)

□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□, □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□, □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□, □□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□, □□‘□□□ (□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□) □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□-□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□-□□□□□□, □□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□, □□ □□□ □□□□□ !!□

□□‘□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□, □□□□ □□□□□□□

□□□□ □□□□'□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□-□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□; □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□'□□□ □ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ (رسـالة الإسـلام) '□□□□□□□□□□-□□□□□□' □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□, □□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□'□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□-□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□, □□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□-□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□

□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□

ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে; অথচ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ওহী আসত, পক্ষান্তরে বারো ইমামের কেউই তাদের নিজেদের জন্য ওহীর দাবি করেন নি; এমতাবস্থায় এত কিছুর পরেও আমাদের ও তাদের মাঝে কোন ধরনের ঐক্য বা সমন্বয়সম্ভব হবে, তা আমাদের বোধগম্য নয়?!

আর ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ পর্যবেক্ষনে দেখা যায় যে, অধিকাংশ শী‘আ ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যাপারে তাদের বিশেষ ও সাধারণ অবস্থান হচ্ছে এই যে, যখন কোন ইসলামী রাষ্ট্র শক্তিশালী ও মজবুত হয়, তখন তারা ‘তাকিয়্যা’র আকিদায় বিশ্বাসী হয়ে তাদের মৌখিক চাটুকারিতা দ্বারা তার তোষামোদ করেছে, যাতে তারা তার সুযোগ-সুবিধাগুলো শোষণ করে নিতে পারে এবং তার কেন্দ্রগুলো দখল করে নিতে পারে। অতঃপর যখন তা (ইসলামী রাষ্ট্র) দুর্বল হয়ে যাবে অথবা শত্রু কর্তৃক আক্রমনের শিকার হবে, তখন তারা আক্রমনকারীদের দলে শামিল হবে এবং উল্টো তার বিপক্ষে ভূমিকা পালন করবে। উমাইয়া খিলাফতের শেষের দিকে তাদের খলিফাদের বিরুদ্ধে যখন আব্বাসীয়রা বিদ্রোহ করল, তখন তাদের ভূমিকা এমনই ছিল। বরং তাদের বিরুদ্ধে আব্বাসীয়দের বিদ্রোহ ছিল অনেকটা শী‘আদের প্ররোচনা, উৎসাহ ও ষড়যন্ত্রের ফসল!

[illegible]

[illegible] [illegible][28] [illegible]

[illegible]

[28] [illegible] (الحكومة الإســـلامية) [illegible] (روضات الجنات) [illegible]

হালাকু খানের! তার সাথে সে (নাসির আত-তুসী) মুসলিম নর-নারী এবং শিশু ও বৃদ্ধদের ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ পরিচালনায় ইন্ধন যোগাতে থাকে! আর ইসলামী জ্ঞানে সমৃদ্ধ কিতাবসমূহ দাজলা নদীতে ডুবিয়ে দিতে সম্মতি প্রদান করে; শেষ পর্যন্ত লিখিত কিতাবসমূহের কালিতে বহু দিন ও রাত ধরে দাজলা নদীতে কালো পানি প্রবাহিত হতে থাকে। যার কারণে ইতিহাস, সাহিত্য, ভাষা, কবিতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শরীয়তের জ্ঞান এবং প্রথম সারির পূর্ববর্তী ইমামদের গ্রন্থসমূহসহ ইসলামী ঐতিহ্যপূর্ণ সাহিত্য সম্পদের এক বিরাট অংশ বিনষ্ট হয়ে গেছে; যা দীর্ঘকাল ধরে ঐ সময় পর্যন্ত স্বগৌরবে বিদ্যমান ছিল। ঐ সাংস্কৃতিক বিপর্যয় বা দুর্ঘটনার সময় সাহিত্য সম্পদের যে পরিমাণ ধ্বংস হয়েছে, ইতঃপূর্বের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না।

29

29 এখানে ইঙ্গিত দেয়া দরকার যে, হালাকু খানের নাতি সুলতান গাযান যখন ৬৭৭ হিজরিতে শামদেশ (বর্তমান সিরিয়া) দখল করার জন্য আগমন করে, তখন তার উযির ছিল নাসিরুলকুফর (কুফরের সাহায্যকারী) আল-তুসী’;যাকে নাসিরুদ্দিন(দীনের সাহায্যকারী) নামে শী‘আরা অভিহিত করে, তারই নাতি। সে দামেস্কে মান-ইজ্জত লুণ্ঠন, রক্তপাত ও জ্ঞানসমৃদ্ধ বই-পুস্তক চুরিসহ বহু অপকর্ম করেছে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলা ইমাম মুজাহিদ শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাকে এই বর্বরতার বিরুদ্ধে জাতিকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য নিয়োজিত করলেন এবং আল্লাহ তাকে ৭০১ হিজরিতে 67

আল-আলকামী ও ইবন আবিল হাদীদের খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা

আর শী‘আদের গুরু নাসির আল-তুসী’র সাথে লুটপাটের এই মহোৎসবে অংশগ্রহণ করেছিল তার দুই বন্ধু; তাদের একজন হল শী‘আ উযির মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-‘আলকামী, আর অপরজন হল মু‘তাযেলী লেখক (প্রায় শী‘আ) আবদুল হামিদ ইবন আবিল হাদীদ, সে ছিল ইবনুল ‘আলকামী’র ডান হাত। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের শত্রু হিসেবে তার জীবনপাত করেছে; যার প্রমাণ হল ‘নাহজুল-বালাগাহ’ (البالغة نهج (নামক কিতাবটি। সে তার কদর্যপূর্ণ ও মিথ্যা-বানোয়াট ব্যাখ্যা দ্বারা সেটাকে পরিপূর্ণ করেছে, যার মাধ্যমে সে ইসলামের ইতিহাসকে বিকৃত করেছে। আর সে অনবরত তার দ্বারা যারা ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল অতীত বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞ, তারা প্রতারিত হয়েছে, এমনকি আমাদের বুদ্ধিমান লেখকবৃন্দও অনেক সময় প্রতারিত হয়েছে!!30

‘শকহব’ (شقحب (এর যুদ্ধে মুসলিমদের হাতে পরাস্ত করেন।
30 নাজাফ সম্মেলনের সদস্য আল্লামা আল-সুওয়াইদী যার আলোচনা এই ভূমিকার পরে আসবে; তার পক্ষ থেকে এই ইবন আবিল হাদীদের জওয়াব দেয়া হয়েছে। এই জন্য তিনি তার প্রায় এক হাজার পাতার “আল-সারেম আল-হাদীদ ফি আল-রদ

الصارم الحديد في الرد ابن أبي) “ হাদীদ-আল আবি ইবন আলা‘
68

বস্তুত ইবনুল ‘আলকামী এমন ব্যক্তি, যে খেয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা নিয়ে খলিফা আল-মুসতা‘সিমের উদারতার সম্মুখীন হল; আর তিনি (খলিফা) তাকে তার উযিররূপে গ্রহণ করে পুরস্কৃত করলেন। ফলে যার প্রতি তিনি ইহসান করলেন, ইহসানের প্রতিদান স্বরূপ সে খেয়ানত ও হীন মানসিকতার শিকড় গেড়ে বসল এবং তাকে উচ্ছেদ করে ছাড়ল।

আর শী‘আগণ প্রথম থেকে এই পরবর্তী যুগ পর্যন্ত একাধারে অন্যের কষ্টে আনন্দ উপভোগ করে আসছে এবং তারা ইসলামের সাথে শত্রুতা করে তাকে (ইসলামকে) হালাকু খানের ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে ফেলে দিয়ে মজা উপভোগ করে। কোন ব্যক্তি চাইলে তাদের লিখিত সকল জীবনীগ্রন্থের মধ্যে নাসির আল-তুসী’র জীবনী পাঠ করতে পারে। সবশেষে আল-খূওয়ানসারী রচিত ‘রওযাতুল জান্নাত’ (روضات الجنات (নামক অপর আরও একটি জীবনীগ্রন্থ আছে, যা রক্তপাতকারী ও বিশ্বাসঘাতকদের প্রশংসায় ভরপুর; ইসলামের উপর আপতিত ঐ দিনকার বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ বা অন্যের কষ্টে আনন্দ উপভোগ; বিশেষ ও ব্যাপক এই ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে ক্রোধ প্রশমিত করা এবং

الحديد (নামক কিতাবটি লিপিবদ্ধ করেছেন; যাকে সম্মানিত ইমাম আল্লামা মুহাম্মদ যাহিদ আল-কাউসারী তার প্রবন্ধমালার ১৫৫ পৃষ্ঠায় একটি উপকারী গ্রন্থ বলে মন্তব্য করেছেন।
69

ফিরকার মধ্য থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত দল বা ‘ফিরকাতুন নাজিয়া’ (الناجية الفرقة(সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণের কথা, আর তা যে ইমামীয়া তা বর্ণনা করা।” সে বলে:

(الفرقة الناجية) নাজিয়া ফিরকা[হল ইমামীয়া!]

“নিশ্চয় আমি সকল মাযহাবকে পরীক্ষা- নিরীক্ষা করেছি এবং সেগুলোর নিয়ম-নীতি ও শাখা-প্রশাখার ব্যাপারে অবগত হয়েছি। অতঃপর আমি ইমামীয়া ছাড়া বাকি সকল মাযহাবকে ঈমানের নীতিমালার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মিল পেয়েছি; যদিও তারা কিছু কিছু বিষয়ে মতবিরোধ করে থাকে; যেগুলো সাব্যস্ত করা আর না করা ঈমানের ব্যাপারে সমান কথা। অতঃপর আমি ইমামীয়া সম্প্রদায়কে তাদের সবার নীতিমালার সম্পূর্ণ বিরোধী হিসেবে পেয়েছি। সুতরাং ইমামীয়াদের নীতিমালার বিপরীত কোন একটি ফিরকা যদি মুক্তি বা নাজাতপ্রাপ্ত ধর্তব্য হয়, তবে সকল ফিরকা বা দলই মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে যাবে; আর [যেহেতু তা তার নিকট সম্ভব নয়; সেহেতু] তা এ কথাই প্রমাণ করে যে, মুক্তিপ্রাপ্ত দল মানেই ইমামীয়া সম্প্রদায়, অন্য কেউ নয়”!

[illegible]

[illegible]

[illegible]: [illegible] [illegible] [illegible]

থেকে ভিন্ন; যার উপর নাজাতের বিষয়টি আবর্তিত হবে।”

শী‘আরা মুসলিমদের সাথে মূলনীতিতেই বিরোধী, শুধু শাখা- প্রশাখাজনিত মাসআলায় নয়

আল-তুসী, আল-মূসাওয়ী ও আল-খূওয়ানসারী সত্য বলেছে! আবার তারা মিথ্যাও বলেছে!!

তারা সত্য বলেছে যে, মুসলিম সম্প্রদায়গুলো মূলনীতিমালার ক্ষেত্রে একে অপরের কাছাকাছি এবং গৌণ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে ভিন্ন রকম; এই জন্য মূলনীতিমালার ক্ষেত্রে কাছাকাছি অবস্থানে অবস্থিত সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে আপোষ-মীমাংসা ও সমন্বয় সাধন সম্ভব। কিন্তু এই আপোষ-মীমাংসা ইমামীয়া শী‘আ সম্প্রদায়ের সাথে অসম্ভব। কারণ, তারা তাদের মূলনীতিমালার ক্ষেত্রে সকল মুসলিমের বিরোধী; আর তারা মুসলিম সম্প্রদায়ের কাউকে পছন্দ করে না, যতক্ষণ না তারা (জিবত ও তাগুত) আবূ বকর ও ওমর রা. এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অধস্তনদেরকে লা‘নত বা অভিশাপ দেবে; আর যতক্ষণ না তারা শী‘আ নয় এমন প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করবে, এমনকি যদিও সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যাদের মধ্য থেকে

‘আলে বাইত’ (নবী পরিবার) হয়, তবুও!! যে কন্যাদেরকে বিয়ে করে তাঁর (রাসূলের) সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন যুন নূরাইন ওসমান ইবন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং উমাইয়া বংশের বিচক্ষণ ব্যক্তি ‘আস ইবন রবী‘ যার প্রশংসা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে ভর্তি সকল মুসলিমকে সামনে নিয়ে মিম্বরে বসে করেছেন, যখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আবূ জাহেলের কন্যাকে বিয়ে করে তাকে তাঁর চাচার কন্যা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা

31

- এর সতীন
বানানোর ইচ্ছা পোষণ করেন এবং তিনি (ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর পিতার নিকট এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন।

আর শী‘আরা কোন মুসলিমের উপর ঐ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হয় না, যতক্ষণ না তারা আরও সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেয় ইমাম যায়েদ ইবন আলী যাইনুল ‘আবেদীন ইবন হোসাইন ইবন আলী ইবন আবি তালিব ও আলে বাইতের সকল সদস্যের সাথে, যারা তাদের বদ্ধ আকিদার ক্ষেত্রে রাফেযী পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হয় নি, যার

31 ভাইয়ের কন্যাকে ব্যক্তির বাপ-চাচাদের দিকে সম্পর্কিত করে বলা হয়, সে তার চাচার কন্য; এই জন্য লেখক বলেছেন: ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু’র চাচার কন্যা, অথচ তিনি হলেন তার চাচার ছেলের কন্যা।
74

উল্লেখযোগ্য একটি আকিদা হচ্ছে এই কথা দাবি করা যে, আল-কুরআন বিকৃত।

বস্তুত শী‘আরা তাদের সকল যুগে ও সকল স্তরেই এই (কুরআন বিকৃতির) আকীদা পোষণ করে থাকে; যা তাদের থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাদের তরেই লিপিবদ্ধ করেছেন তাদেরই একান্ত প্রিয় ও আন্তরিক প্রতিভাবান ব্যক্তি আলহাজ্জ মির্জা হোসাইন ইবন মুহাম্মদ তকী আল-নূরী আল-তাবারসী তার ‘ফাসলুল খিতাব ফি ইসবাতে তাহরীফে কিতাবে রাব্বিল আরবাব’ নামক কিতাবে; যিনি এই কিতাবের প্রতিটি ছত্র লেখার মত ন্যক্কারজনক অপকর্মটি সম্পন্ন করেছেন এমন একজন সম্মানিত সাহাবী কুফার আমীর মুগীরা ইবন শু‘বা রাদিয়াল্লাহু আনহু কবরের পাশে অবস্থান করে; যে কবরকে শী‘আরা মনে করে যে, এটাই আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু’র কবর।

শী‘আরা তাদের সাথে ঐক্য, আপোষ-মীমাংসা ও সমন্বয় সাধনের জন্য আমাদের উপর শর্তারোপ করেছে যে, তাদের সাথে আমরাও যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরকে অভিশাপ দেই এবং যারা তাদের মতাদর্শের অনুসারী নয় এমন প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা করি; এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

75

□□□□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□, □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ ‘□□□□□□□; □□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□, □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ (□□□□□□ □□□ □□□□□□□ ‘□□□□□□□□□□) □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□-□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□-□□□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□-□□□□□□□□ □□-□□□□□□□□□□□□ □□-□□□□□□□□□□□□ □□ □ □□□□□□□□□ ‘□□□□□□□□□’ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□‘□-□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□

□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ (□□-□□□□□, □□-□□□□□□□ □ □□-□□□□□□□□□□□□) □□□□□□□ □□□□□□, □□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□, □□‘□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□, □□□□ □□□□□□□□ (الشهادتين) □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□-□□□□□□□ □□□□□, □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□, □□□□□□□ □□□□, □□□□ □□□□□□□□ (الشـــهادتين) □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ (الشـــهادتين) □□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ (□□□□□□□□□) □□□□□□□□ □□□□ □□□□□, □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□

আর এটা জানা আবশ্যক যে, ঈমানের কতগুলো ফরয, শরয়ী বিধান, হদ ও সুন্নাত রয়েছে; যেমনটি আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবন আবদুল আযীয র. বলেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এগুলো পূরণ করবে, তার ঈমান পরিপূর্ণ হবে; আর যে ব্যক্তি এগুলো পূরণ করবে না, তার ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। এমনকি তাদের দ্বাদশ ইমামের অস্তিত্বে বিশ্বাস করাও সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত কোন কাজ নয়। কারণ, সে হল এক কল্পিত ব্যক্তি, বানোয়াট প্রক্রিয়ায় হাসান আল-‘আসকারীর মত নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। কারণ, তার সহোদর ভাই জাফর

32 তার
রেখে যাওয়া যাবতীয় সম্পত্তি ওয়ারিশ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, কেননা, হাসান আল-আসকারীর কোন সন্তান ছিল না।

আর আলাওয়ী বা আলীবংশীয়দের জন্য জন্মনিবন্ধন খাতা ছিল, যার দেখাশুনা করতেন ঐ যামানার নকীব বা প্রধান ব্যক্তি; তাদের কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ করলেই তাতে তার নাম লিপিবদ্ধ করা হয়ে যেত। আর তাতে হাসান আল-‘আসকারী’র কোন সন্তানের জন্ম নাম লিপিবদ্ধ করা হয় নি। আর তৎকালীন সময়ের অভিজাত ব্যক্তিবর্গ জানেন না যে, হাসান আল-‘আসকারী কোন পুত্র সন্তান রেখে মারা

32 তিনি হলেন জাফর ইবন আলী আল-‘আসকারী, হাসান আল-‘আসকারী’র সহোদর ভাই।
77

গেছেন। কিন্তু যখন হাসান আল-‘আসকারী নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেল, তখন তাদের ইমামের অনুসারীদের মতে, ইমামতের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে গেল এবং তারা দেখল যে, তার মৃত্যুর কারণে মাযহাবের মৃত্যু ঘটছে; আর তারা হয়ে গেলেন ইমামীই রইলো না; কারণ, এখন আর তাদের কোন ইমাম নেই।

নুসাইরিয়া ফির্কার উদ্ভব

অতঃপর তাদের শয়তানদের মধ্য থেকে বনী নুমাইর গোত্রের দাসদের মধ্য থেকে মুহাম্মদ ইবন নাসির নামক এক শয়তান তাদের জন্য এক অভিনব দর্শন আবিষ্কার করল যে, হাসান আল-‘আসকারী’র এক সন্তান রয়েছে, যে তার পিতার ভূগর্ভস্থ কক্ষে

33 লুকায়িত; যাতে সে
এবং তার সঙ্গী-সাথীরা সাধারণ শী‘আগণকে ধোঁকা দিতে সক্ষম হয়; আরও ধোঁকা দিতে সক্ষম হয় তাদের ধনীদেরকে বিদ্যমান (ভূগর্ভস্থ কক্ষে লুকায়িত) ইমামের নামে তাদের নিকট

33 তার পিতার ঘরের মধ্যে যদি ভূগর্ভস্থ কক্ষ থাকে, তবে তারা তো সে কক্ষ থেকে অনেক দূরে এবং তাদের জন্য সেখানে প্রবেশের কোন অধিকার নেই; কারণ, তার নিয়ন্ত্রণ হাসান আল-‘আসকারী’র ভাই জাফরের হাতে। আর তিনি অকপটে স্বীকৃতি দিচ্ছেন যে, হাসান আল-‘আসকারী’র কোন সন্তান নেই; কল্পিত ভূগর্ভস্থ কক্ষের মধ্যেও ছিল না, তার বাইরেও ছিল না। আর যদি বলা হয় যে, সে ভূগর্ভস্থ অনেক কক্ষে লুকায়িত আছে তবে সেটা থেকে তারা কিভাবে তাকে খুঁজে বের করবে!? 78

[illegible]! [illegible] [illegible] [illegible]

তারা চাইল তার জন্য একটি বিয়ের ব্যবস্থা করবে, যাতে তার ছেলে এবং নাতী হতে পারে, যারা ইমামীয়া সম্প্রদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করবে; আর তাদের মাধ্যমেই ইমামীয়া সম্প্রদায়ের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। কিন্তু যখন তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এ ধরনের তথ্য প্রকাশ করাটা অচিরেই তাকে আলীবংশীয় নেতৃবৃন্দ ও সকল আলীবংশীয়গণ এবং তাদের চাচাতো ভাই বনী আব্বাসের খলিফা ও তাদের নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার দিকে নিয়ে যাবে; তাই তারা বলল যে, তিনি ভূগর্ভস্থ কক্ষের মধ্যে বিদ্যমান আছেন এবং তার ছোট ও বড় দু’টি অন্তর্ধান রয়েছে... ইত্যাদি ইত্যাদি; যে ধরনের কাহিনী কোন দিন কোথাও এমনকি গ্রিকদের পৌরাণিক কাহিনীসমূহেও শোনা যায় নি। এরপরও আল্লাহ তা‘আলা যাদেরকে স্বীয় নিয়ামত দ্বারা ধন্য করেছে, ঐসব মুসলিম ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে কি তারা আশা করে যে, তারা এসব মিথ্যা-বানোয়াট কাহিনীকে সত্য বলে মেনে নেবে, যাতে তাদের এবং শী‘আদের মাঝে একটা মিল-মিশ ও ঐক্য সাধন করা যায়?! অসম্ভব, অসম্ভব! যদি-না গোটা ইসলামী বিশ্ব তার অবস্থান পরিবর্তন করে মানসিক রোগ চিকিৎসার একটি “পাগলা গারদে” রূপান্তরিত না হয়ে যায়!! আর আকল বা বিবেকের মত নিয়ামত দান করার কারণে সকল প্রশংসা নিবেদিত আল্লাহ তা‘আলার জন্য; কেননা, তা-ই

হল দায়িত্ব অর্পন করার মানদণ্ড। আর তা বিশুদ্ধ ঈমানের পরপরই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানজনক নিয়ামত।

মুসলিমদের বন্ধুত্ব ও সুসম্পর্ক

মুসলিমগণ বিশুদ্ধ ঈমানের অধিকারী প্রত্যেক মুমিনকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে থাকে। আর আলে বাইতের (নবী পরিবারের) সকল সৎলোক এই নিয়ামতের অন্তর্ভুক্ত, যারা কোন নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নয়। আর মুমিনগণ যাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন, সেই তালিকার শীর্ষে যাঁরা আছেন, তারা হলেন সেই দশজন যাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ঐ দশজনকে জান্নাতের অধিবাসী বলে ঘোষণা করেছেন, শী‘আগণ কর্তৃক তাঁর (নবীর) এই ঘোষণার বিরোধিতা করাটাই তাদের কাফের হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে যথেষ্ট। অনুরূপভাবে মুসলিমগণ সকল সাহাবীকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন, যাদের কাঁধের উপর ভর করে ইসলাম ও ইসলামী বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামী দেশের মাটিতে যাদের রক্ত ঝরার কারণেই সেখানে আজ সত্য ও কল্যাণের বৃক্ষ জন্মেছে। এমন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিবর্গের নামেই শী‘আরা আলী
81

রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সন্তানদের দোহাই দিয়ে মিথ্যাচার করে বলে যে , তাঁরা (সাহাবাগণ) তাঁদের (আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সন্তানদের) শত্রু ; অথচ তাঁরা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ’র সাথে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সহযোগিতায় ভাই ভাই হয়ে জীবনযাপন করেছেন এবং পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সহযোগিতায় ভাই ভাই হয়েই মৃত্যুবরণ করে করেছেন। আল্লাহ তা ‘আলা তাঁর কিতাবের সূরা ‘আল-ফাতহ’-এর মধ্যে তাঁদের ব্যাপারে কত চমৎকার গুণাবলীর প্রশংসা করেছেন। তিনি তাঁদের ব্যাপারে বলেছেন :

﴿أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ﴾ [سورة الفتح: 29]

“তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। ”— (সূরা আল-ফাতহ: ২৯)

সূরা ‘আল-হাদীদে ’ বলেছেন :

﴿وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ لَا يَسۡتَوِي مِنكُم مَّنۡ أَنفَقَ مِن قَبۡلِ ٱلۡفَتۡحِ وَقَٰتَلَۚ أُوْلَٰٓئِكَ أَعۡظَمُ دَرَجَةٗ مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَقَٰتَلُواْۚ وَكُلّٗا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ﴾ [سورة الحديد: 10]

“আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহরই। তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা

82

বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে, তারা ও পরবর্তীরা সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ওদের অপেক্ষা, যারা পরবর্তী কালে ব্যয় করেছে। তবে আল্লাহ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। ”— (সূরা আল-হাদীদ : ১০)

আর আল্লাহ্ তিনি কি তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করবেন? সূরা ‘আলে ইমরান’-এর মধ্যে তিনি আরও বলেছেন:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [سورة ال عمران: 110]

“তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। — (সূরা আলে ইমরান : ১১০)

খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে পরস্পর ভালবাসা ও সম্প্রীতি

[আলী রা.-এর সন্তানদের নাম : আবূ বকর, ওমর ও ওসমান]

আমীরুল মুমিনীন আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক তাঁর ভাই খোলাফায়ে রাশেদার বাকি তিন খলিফার প্রতি আন্তরিক মহব্বতের কারণে তিনি হাসান,

83

হুসাইন ও হানাফিয়্যার সন্তানের পরবর্তী তাঁর সন্তানদের নাম তাঁদের নামে রেখেছিলেন।

সুতরাং আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু’ তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকে একজনের নাম রেখেছেন ‘আবূ বকর’; আরেক জনের নাম রেখেছেন ‘ওমর’ এবং তৃতীয় জনের নাম রেখেছেন ‘ওসমান’। আর তিনি তাঁর বড় মেয়ে উম্মে কুলসুমকে ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু’র নিকট বিয়ে দিয়েছেন

35 এবং তাঁর (ওমর)

35 মজার ব্যাপর হল, শী‘আদের কোন কোন কিতাবে ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যে আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু’র কন্যকে বিয়ে করেছেন, সে কথার উল্লেখ নেই; বরং তারা উল্লেখ করে যে, তারা উম্মে কুলসুমের মত এক মহিলাকে তাঁর (ওমরের) স্ত্রী’র অন্তর্ভুক্ত করে...। আর এটা হল যেমন প্রবাদে বলা হয়: “তার চোখে দিতে চাইলো সুরমা, অতঃপর তাকে করে দিল কানা”!! তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, আবূ লুলু আল-মাজুসী কর্তৃক ওমর রা শাহাদাত বরণ করার পর তার চাচাত ভাই মুহাম্মদ ইবন জাফর কি আসল উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করেছিলেন, নাকি নকল উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করেছিলেন?! অনুরূপভাবে তিনি (মুহাম্মদ ইবন জাফর) যখন মারা গেলেন, তখন তার ভাই ‘আউন কি উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করেছিলেন, নাকি তার মত অন্য কাউকে!?
আর কুলাইনী যুরারা থেকে বর্ণিত একটি হাদিসের উল্লেখ করেছে। সে উম্মে কুলসুমের বিয়ের ব্যাপারে আবূ আবদিল্লাহ আ. থেকে বর্ণনা করে। সে বলল: “এই লজ্জাস্থানটি আমাদের নিকট থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে।”— এ প্রসঙ্গে দেখুন, ‘আল-কাফী ফিল-ফুরু‘’ (84

শাহাদাতের পর তাঁকে বিয়ে করেছেন তাঁর চাচার ছেলে (চাচাত ভাই) মুহাম্মদ ইবন জা‘ফর ইবন আবি তালিব। অতঃপর তিনি তাঁকে (উম্মে কুলসুমকে) রেখে মারা গেলেন; অতঃপর তাঁকে বিয়ে করেন তার ভাই ‘আউন ইবন জাফর এবং তার নিকটেই উম্মে কুলসুম মারা করেন।

আর আবদুল্লাহ ইবন জাফর (যুল জানাহাইন) ইবন আবি তালিব তার এক ছেলের নাম রাখেন ‘আবূবকর’ এবং অপর এক ছেলের নাম রাখেন ‘মু‘আবিয়া’।

আর এই মু‘আবিয়া অর্থাৎ মু‘আবিয়া ইবন আবদুল্লাহ ইবন জাফর ইবন আবি তালিব তার এক ছেলের নাম রাখেন ‘ইয়াযিদ’। কারণ, তিনি ইয়াযিদকে উত্তম চরিত্রের মানুষ বলে জানতেন

36; যেমনিভাবে এই বিষয়টিকে সমর্থন

الفروع في الكافي(, হা.১, পৃ. ১৪১, ভারতীয় প্রকাশনা। বরং আল-তুসী তার ‘তাহযীবুল-আহকাম’ (األحكام تهذيب (নামক কিতাবের হা.২/৩৮০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন যে, উম্মে কুলসুম ও তাঁর ছেলে যায়েদ ইবন ওমর ইবনুল খাত্তাব উভয়ে একই সময় মারা গেছেন এবং তারা একে অপরের জন্য কোন উত্তরাধিকার রেখে যান নি...। সুতরাং কিভাবে বিয়ের ঘটনাকে অস্বীকার করবে এবং দুর্বল বর্ণনা পেশ করার মাধ্যমে ওমর ইবনুল খাত্তাবের জন্য উম্মে কুলসুমের সদৃশ কাউকে স্ত্রী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করবে!!
36 এই ইজতিহাদের মধ্যে ত্রুটি রয়েছে; কারণ, মু‘আবিয়া ইবন আবদুল্লাহ ইবন জাফর ইবন আবি তালিব ইয়াযিদ ইবন মু‘আবিয়া ইবন আবি সুফিয়ানের নামেই তার ছেলের নাম রেখেছেন, এমন কোন প্রমাণ নেই। আর ইয়াযিদ 85

[illegible]

[illegible]?

[illegible]

[illegible]

কিছু দেখিনি ; আমি তার নিকট হাযির হয়েছি এবং তার নিকট অবস্থান করেছি ; অতঃপর আমি তাকে দেখেছি নামাযে নিয়মিত , কল্যাণকর বিষয়ে চিন্তাশীল , ইলমে ফিকহ সম্পর্কে খোঁজ -খবর রাখেন এবং সুন্নাতের অনুসারী। ”

ইবন মুতি ‘ ও তার সঙ্গী -সাথীরা বলল : সে এসব কিছু তোমাকে দেখানোর জন্য করেছে।

তিনি বললেন : “আমার থেকে সে কী এমন ভয় বা আশা করল যে, আমাকে দেখানোর জন্য সে খুশু বা বিনয় প্রকাশ করবে ? মদ পান করার ব্যাপারে তোমরা যা বর্ণনা করেছ , সে ব্যাপারে সে কি তোমাদেরকে জানিয়েছে ? সে যদি তোমাদেরকে এই বিষয়ে জানিয়ে থাকে , তবে তোমরাও তার সহযোগী ! আর সে যদি তোমাদেরকে না জানিয়ে থাকে , তবে তোমরা যে বিষয়ে জান না , সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। ”

তারা বলল , আমরা তাকে না দেখলেও এ বিষয়টি সত্য।

তিনি তাদেরকে বললেন : সাক্ষ্যদাতাদেরকে আল্লাহ তা ‘আলা তা নিষেধ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন:

﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلۡحَقِّ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ٨٦﴾ [سورة الزخرف: 86]

87

“তবে যারা সত্য উপলব্ধি করে তার সাক্ষ্য দেয়, তারা ব্যতীত।”—(সূরা আল-যুখরুফ: ৮৬); আর আমি তোমদের কোন কিছুর ব্যাপারেই ওয়াকিফহাল নই”... শেষ পর্যন্ত।

সুতরাং মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন আবি তালিব ইয়াযীদের ব্যাপারে যে সাক্ষ্য দিলেন, তার অবস্থা যখন এই, তখন শী‘আরা আমাদের নিকট তার (ইয়াযীদের) পিতার

37 সাথে পিতার সাথে আমাদের
যে সম্পর্ক চাচ্ছে তার বাস্তবতা কোথায়? অনুরূপভাবে শী‘আদের সাথে ঐক্যের দাবী অনুসারে ঐসব ব্যক্তিবর্গের সাথে আমাদের কী অবস্থা হবে, যারা তার (ইয়াযীদের) পিতা ও আল্লাহর সকল সৃষ্টির চেয়ে উত্তম? অর্থাৎ আবূ বকর, ওমর, ওসমান, তালহা, যুবায়ের, আমর ইবনুল ‘আস এবং সকল বিশেষজ্ঞ সাহাবীগণ যারা আমাদের জন্য আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে হেফাযত বা সংরক্ষণ করেছেন এবং আমাদের জন্য এই ইসলামী বিশ্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যাতে আমরা বসবাস করছি (আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)।

শী‘আরা তাদের পক্ষ থেকে ঐক্য বা তথা সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্য আমাদের নিকট যে

37 অর্থাৎ সাইয়্যেদুনা মু‘আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু।
88

বিনিময় চায়, তা খুবই চড়া; তাতে আমরা সবকিছু হারাব এবং তার বিনিময়স্বরূপ আমরা কিছুই গ্রহণ করতে পারব না। আর আহাম্মক তো সেই ব্যক্তি, যে এমন ব্যক্তির সাথে লেনদেন করে, যে তাকে ঠকাতে চায় জেনেও তার সাথে লেন-দেনে সম্মত হয়।

যে বন্ধুত্ব ও সম্পর্কচ্যুতির উপর শী‘আ মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত, যা নাসির আত-তুসী নির্ধারণ করেছে এবং যার সমর্থন করেছে নিয়ামত উল্যাহ আল-মূসাওয়ী ও আল-খুওয়ানসারী; তার আসল মানে হল ইসলাম ধর্মকে পরিবর্তন করা এবং যাঁদের কাঁধের উপর ভর করে ইসলামের প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাঁদের সাথে শত্রুতা করা।

তারা এই ক্ষেত্রে মিথ্যা দাবি করে যে, তাদের দলই একমাত্র দল, যারা সার্বিক দিক বিবেচনায় সকলের চেয়ে ব্যতিক্রম।

89

তাদের থেকেই ইসমাঈলীয়া শী‘আদের উদ্ভব

কারণ ইসমাঈলীয়ারা

38ও তো তাদের মতই; তারাও
শী‘আ ইমামীয়াদের মত করে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরোধিতা করে। [সুতরাং সম্পূর্ণ ভিন্নমত থাকার কারণে কেউ সঠিক পথে আছে সেটা বলার অবকাশ কোথায়?] যদিও শী‘আ ইসমাঈলীয়া ও শী‘আ ইমামীয়াদের মধ্যে আলে বাইতের (নবী পরিবারের) মধ্য থেকে কাদের আনুগত্য করা হবে, সে বিষয়ে কিছুটা মত-পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ইমামীয়া শী‘আরা জাফর সাদিক পর্যন্ত প্রত্যেককেই মান্য করে; যাদেরকে ইসমাঈলীয়ারাও মান্যবর হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু তারা জাফর সাদিকের পরবর্তীদের নিয়ে মতবিরোধ করে। তন্মধ্যে ইমামীয়ারা মূসা ইবন জাফর ও তার ধারাবাহিকতায় পরবর্তীদেরকে ইমাম হিসেবে মান্য। পক্ষান্তরে ইসমাঈলীয়ারা ইসমাঈল ইবন জাফর ও তার ধারাবাহিকতায় পরবর্তীদেরকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করে। আর ইসমাঈলীয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা ইসমাঈল ও

38 ইসামাঈলীরা বর্তমানে দু’ভাগে বিভক্ত; সুলাইমানিয়া ও দাউদিয়া; তাদের আরেক নাম হচ্ছে, আগাখানিয়া। তারা তাদের আকীদা বিশ্বাস নিয়ে সম্পূর্ণরূপে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে। বাংলাদেশে কোথাও কোথাও তাদেরকে তাহেরীয়া নামেও ডাকা হয়। [সম্পাদক]
90

গিয়েছিল, ঠিক একই কারণে তারা সকলেই আবার সমান হয়ে গেল; তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য রইল না, তবে পার্থক্য রইল শুধু এটাতে যে তাদের এক শাখা যাদেরকে ইলাহ বা মা‘বুদ বানিয়েছে অপর শাখা অন্যদেরকে ইলাহ বা মা‘বুদ বানিয়েছে। তাদের এক শাখা যে বিশেষ ব্যক্তিদেরকে নবীর উপরে স্থান দিয়েছে, অপর শাখা অন্য লোকদেরকে নবীর উপর স্থান দিয়েছে। যার জন্য ইমামীয়া শী‘আরা তাদের মুখপাত্র মুহাম্মদ ইবন হাসান আল-আশতিয়ানী’র ভাষায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেসব গায়েবী বিষয়ের সংবাদ; যেমন, আসমান ও যমিনের সৃষ্টি এবং জান্নাত ও জাহান্নামের গুণাগুণের বর্ণনা সম্বলিত গায়েবী বিষয় বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে; তারা সেগুলোকে বিশ্বাস না করার বিষয় খুঁজে বেড়ায়। অথচ তারা তাদের ইমামদের সাথে এমন কিছু সম্পর্কিত করে, বিশেষ করে কথিত ‘দ্বাদশ ইমাম’-এর দিকে এমন কিছু ক্ষমতা সম্পর্কযুক্ত করে যা তাদেরকে গ্রীক মা‘বুদদের পর্যায়ে উন্নীত করে।

মুসলিম সম্প্রদায়সমূহ ও শী‘আ উপদলসমূহের মধ্যে ঐক্য সাধনের অসাধ্যতার অন্যতম কারণ হচ্ছে মূলনীতির ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে সকল মুসলিমের বিরোধী হওয়া ; যেমন নাসির আত-তুসী তা স্বীকার করেছে এবং তা প্রচার করেছে; আর এই ব্যাপারে তাকে সমর্থন দিয়েছে

নিয়ামত উল্লাহ আল-মুসাওয়ী, আল-খুওয়ানসারী ও প্রত্যেক শী‘আপন্থী। আর যখন (বিরোধিতার) এই অবস্থা ছিল নাসির আল-তুসী’র যামানায়, তখন আল-মাজলিসী’র যুগ থেকে এখনকার সময় পর্যন্ত নিঃসন্দেহে তার (বিরোধিতার) অবস্থা আরও কঠিন ও ভয়াবহরূপ ধারণ করেছে!!

শী‘আরা নিজেরাও ঐক্য ও সম্প্রীতি চায় না; তারা তো চায় শুধু তাদের মাযহাবের প্রচার, প্রসার

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইমামীয়া শী‘আরা ‘ তাকরীব ’ তথা সমন্বয়ে বিশ্বাসী নয় । এই জন্য তারা আমাদের দেশসমূহে ‘ তাকরীব’ - এর দাওয়াত সম্প্রসারণে সক্রিয়ভাবে তৎপর ; আর শী‘ আ রাষ্ট্রসমূহে তারা কোন উচ্চবাচ্য করতে অথবা এই রাস্তায় কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বরাবরই নারাজ । অথবা আমরা তার কিছুটা প্রভাব তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে লক্ষ্য করছি। আর এ জন্যই ‘তাকরীব’-এর দিকে দাওয়াতী তৎপরতা একতরফাভাবে চলছে; যে দিকে আমরা আলোচনার শুরুতেই ইঙ্গিত দিয়েছি। সুতরাং এই দাওয়াতি তৎপরতা অনেকটা ইলেক্ট্রনিক তারের মত, যার পজেটিভ তারটি নেগেটিভ তারের সাথে, আর নেগেটিভ তারটি পজেটিভ তারের সাথে লাগানো যায় না।

93

বাবিয়া ফিৎনা

একশত বছরেরও অধিক সময়কাল পূর্বে যখন ইরানে ‘বাব’ (الباب (নামক ফিতনা

39 প্রতিষ্ঠিত হল এবং
আলী মুহাম্মদ আশ-শীরাযী দাবি করল যে, সেই হল প্রতীক্ষিত মেহেদী’র ‘বাব’ বা দরজা; অতঃপর এই দাবিতে তার কার্যক্রমের উন্নতি হলে এক পর্যায়ে সে দাবি করে বসে যে, সে নিজেই প্রতীক্ষিত মেহেদী। তখন ইরানি শী‘আদের অনেকে তার অনুসারী হয়ে যায়, তাই ঐ সময়কার ইরানি সরকার তাকে সেই দেশ থেকে আযারবাইজানে নির্বাসনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল। কারণ, তা ছিল হানাফী মাযহাবের অনুসারী সুন্নীদের আবাসস্থল; আর তারা সুন্নী হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে শী‘আদের শিকড় থেকে উদ্ভূত এই ধরনের স্থুলবুদ্ধিসম্পন্ন ও অলীক কথার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-ক্ষমতা রয়েছে।... তাকে কোন শী‘আ রাষ্ট্রে নির্বাসনে পাঠানো হয় নি; কারণ, শী‘আ মাযহাবের অনুসারীদের প্রকৃতিই হল এই ধরনের আন্দাজ-অনুমান ও সংশয়কে গ্রহণ করে

39 বাব শব্দের অর্থ দরজা। তারা যেহেতু দ্বাদশ ইমামকে দেখেনি, তাই তাদের শয়তানরা এটা আবিস্কার করেছে যে, দ্বাদশ ইমাম মাটির নীচের কক্ষে লুকায়িত আছে। তার কাছে সরাসরি যাওয়া সম্ভব নয়। তার কাছে যাওয়ার জন্য বাব বা দরজা আছে। তাদের যাবতীয় আর্জি সে বাব বা দরজার মাধ্যমে পৌঁছাতে হবে। তখনই তারা একজনকে ইমামের কাছে যাওয়ার জন্য বাব বা দরজা হিসেবে নির্ধারণ করতে আরম্ভ করে। [সম্পাদক]
96

ধ্বংস করা থেকে ও ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র থেকে হেফাজত করবেন।

98